R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে পৌষ, ১৪১৮।
৪ঠা জানুয়ারী ২০১২ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

জঙ্গিপুরের মানুষের চলাচলের নিরাপত্তায় ফুটপাথ তৈরীর পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার যে সব ওয়ার্ডে রাস্তার পরিধি স্বল্প, যে সব রাস্তার ধারের জল নিকাশী ড্রেনগুলো হিউম পাইপ দিয়ে ঢালাই করে রাস্তা চওড়া করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ৬,৭ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু রাস্তায় এই কাজ চলছে। এ ছাড়া লালগোলা মহারাজা রোডের দু ধারের জবর দখল করে রাখা জায়গা উদ্ধারের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এই রাস্তাটি গুজিরপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকার একটা স্কীম রাজ্য নগর উন্নয়ন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। টাকা মঞ্জুর হলে শহরের ব্যস্ত রাস্তার দু-ধারে চলাচলের নিরাপত্তায় ফুটপাথ তৈরী করে দেওয়া হবে। এর সঙ্গে থাকছে মহম্মদপুর থেকে রাধানগর পর্যন্ত সদর রাস্তা সংস্কারের কাজ। যে সব এলাকার রাস্তা এখনও কাঁচা অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলো এবং সুভাষ দ্বীপের রাস্তাও সংস্কার করা হবে। এর মধ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডের কাজে ৩ থেকে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জানুয়ারীর প্রথম দিকে বাস টার্মিনাসের কাজে হাত দেওয়া হবে। সেখানে পানীয় জল ও লাইটের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হবে। ম্যাকেঞ্জী মাঠ সংস্কারের কাজও চলছে। প্রতিটি পুরবাসী ও সরকারের সহযোগিতা আমরা চাইছি। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান জঙ্গিপুরের পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম।

১৯১১-র ফেলে আসা কিছু ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : * ১ জানুয়ারী সুভাষদ্বীপে মদ্যপদের মারামারি থামাতে র‍্যাফ নামলো। * জঙ্গিপুর বইমেলার শেষ দিনে প্রবেশ মূল্য তিন থেকে দশ – প্রতিবাদে অনেকেই ফিরে গেলেন। * এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যু। * শিক্ষক নেতার অসাধুতার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা ঘুরে দাঁড়ালেন। * দুই পুর শহরের আবর্জনা প্রতিনিয়ত দূষিত করছে ভাগীরথীকে। * দুর্নীতির অভিযোগে এ.বি.পি.টি.-এর মহকুমা সম্পাদক পদ হারালেন। * পদ্মানদীর বালি তুলে নিয়ে ভাঙনকে ভয়াবহ করে তুললেও দেখার কেউ নেই। * বহু প্রাচীন বিন্দুবাসিনী ভাবমূর্তি চুরি গেল। * অষ্টম মন্ত্রীসভা স্বপ্নেই থেকে গেল বামফ্রন্টের। * সিপিএমের ভাবাগত নষ্ট করছে দলেরই লোক। * সাগরদীঘি এলাকায় ৫৫০টির মধ্যে ৫৩৮ টি টিউবওয়েলই অকেজো। * ফুরকান-তাঞ্জিলুরের হাত ধরে হার্মাদবাহিনীরা এখন তৃণমূলে। * স্কুলে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে কংগ্রেসীদের হাতে তৃণমূল নেতারা প্রহৃত। * ফুড কনট্রোলারকে মারধোর অফিসে ভাঙচুর, তৃণমূলের নগ্ন পক্ষপাতিত্বে সাসপেণ্ড হলেন চুনোপুঁটিরা। * প্রিন্সিপ্যালের ইন্ধনে জঙ্গিপুর কলেজের সর্বত্র চলছে লুটেপুটে খাওয়ার প্রতিযোগিতা। * নেতাদের বহু প্রতিশ্রুতি পার করে আজও উপেক্ষিত বাদশাহী সড়ক। * লুটেপুটে খাওয়ার রাজনীতিতে ধ্বংসের মুখে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। * বিদ্যুৎ দপ্তরের অবহেলায় তড়িদাহত হয়ে মারা গেলেন এক কর্মী। * জঙ্গিপুর হাসপাতালে অতিরিক্ত ১০০ বেড প্রচারে এলেও বাস্তবে সব ফাঁকা। * কয়েকশো বাংলাদেশী ধুলিয়ানে থেকে পুলিশের মদতে গরু-মোষ পাচার করছে। * ধর্ষণের পর হত্যায় অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। * দেখভালের অবহেলায় ফরাক্কা ব্রীজের জীর্ণদশা, সেখানে প্রোটেকশন ওয়ার্ক প্রাধান্য পাচ্ছে। (শেষ পাতায়)

বার বার অগ্নিকান্ডে এলাকার পাট আড়তদাররা উদ্বিগ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান কলাবাগান এলাকায় পাট আড়তদারদের গোডাউন সংলগ্ন পতিতালয়ে ৩১ ডিসেম্বর রাতে আগুন লাগে। ১০০টি ঝুপড়ী ভস্মীভূত হয়। স্থানীয় দমকলবাহিনীর দুটি গাড়ী এসে আগুন নেভায়। গত বছরও পতিতালয় ভস্মীভূত হয়। পাট আড়তদাররা এ ব্যাপারে পুলিশী অবহেলার অভিযোগ তোলেন। প্রত্যেক বছর (শেষ পৃঃ)

ফঃ ব্লক থেকে কংগ্রেসে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভার ফঃ ব্লকের কাউন্সিলার তুষার সেন কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ২৯ ডিসেম্বর বহরমপুরে এক অনুষ্ঠানে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি তাকে স্বাগত জানান। তুষারের বক্তব্য, বর্তমানে ফঃ ব্লকের কোন আদর্শ নাই। সাধারণ মানুষের সুখে দুখে তাদের কোনও ভূমিকা নাই। সব ক্ষেত্রে নেতারা আদর্শচ্যুত অনেক চেষ্টা করে কোন পরিবর্তন আনতে না পারায় কংগ্রেসে যোগ দিলাম।

১ জানুয়ারী সুভাষ দ্বীপে মানুষের ঢল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০১২ কে স্বাগত জানিয়ে ১ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ সুভাষ দ্বীপে মানুষের ঢল নামে। বীরভূম, মালদা, ঝাড়খণ্ড, নদীয়া থেকে ভ্রমণ পিপাসুরা গাড়ী নিয়ে এখানে জমায়েত হন। এক সাক্ষাতকারে পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম জানান – ঐ দিন সুভাষ দ্বীপে ৭০০০ মানুষের ভিড় জমে। ২৮৮টি পরিবার ওখানে (শেষ পৃঃ)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে পৌষ বুধবার, ১৪১৮

কোন পথে ?

রাহুর দৃষ্টি অথবা রাহুর কবল বলিয়া একটি কথা প্রচলিত। এই গ্রহের প্রতিকূল দৃষ্টিতে জাতকের বহুপ্রকার দুর্ভোগ হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। তাই নানা ভাবে এই গ্রহের দৃষ্টিকে অনুকূল করিবার জন্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করিবার প্রথা দেখা যায়।

বাংলাদেশের সহিত জল বন্টন চুক্তির ধাক্কায় এবং ফরাক্কা ব্যারেজ এলাকায় নদীতে একাধিক চড় পড়ায় জলপ্রবাহ দিনের দিন হ্রাস পাইতেছে বলিয়া খবর। ইহার কারণে ভবিষ্যতে কলিকাতা বন্দর রাহুর দশায় পড়িবে।

জল যেমন জীবের জীবন, তেমনি কোন বন্দরেরও অস্তিত্বের মূলে রহিয়াছে এই জল। জলের অভাবে নদীর নাব্যতা কমিয়া গেলে বন্দর ক্ষতিগস্ত হয়। এমর কি পরিণামে হয়ত তাহার অপমৃত্যুও ঘটে।

আমাদের পত্রিকার কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা যায় ফরাক্কা ব্যারেজের উত্তরে গঙ্গায় এক বিশাল চর যাহা ২.৫ কিমি দীর্ঘ ও ৫০০ মি প্রস্থ সৃষ্ট হওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণে জল ব্যারেজে প্রবেশ করিতেছে না। চরের মাটি সেখানে শক্ত হইয়া কৃষিক্ষেত্র হইয়াছে। গঙ্গার জলের স্রোত ব্যারেজমুখী হইতেছে না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ব্যারেজের দিকে যতটুকু স্রোত আসিতেছে, তাহাও ভবিষ্যতে নাকি থাকিবে না। খবরে প্রকাশ, চর কাটিবার পরিকল্পনা তেমন সাফল্য লাভ করে নাই। ফলে যাহাতে ব্যারেজ জলস্রোত পায়,তাহার চিন্তাভাবনা করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতে গঙ্গার ভাঙ্গন রোধ না করিলে উহার গতিপথ অন্য খাতে বহিতে পারে। তাই স্পার নির্মাণ সত্ত্বেও গঙ্গার পারকে বোল্ডার দিয়া বাঁধানো প্রয়োজন। কিন্তু কাজ ঠিকমত না হওয়ায় স্রোতের দিক পরিবর্তন হইয়াছে এবং তজ্জন্য ব্যারেজ বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। ব্যারেজের দুই ধারে একাধিক চর গজিয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে নদীর স্রোত পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। পলি জমিয়া অনেকগুলি লক গেটকেও অকেজো করিয়া দিয়াছে এবং কয়েকটি লক গেট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহার জন্য কলিকাতা বন্দর বিপন্ন হইবে।

আলোচ্য নিবন্ধে কলিকাতা বন্দরের ইহাই রাহুর দৃষ্টি। তদুপরি ভারত-বাংলাদেশের জলচুক্তি রাহুর দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ-তীব্র করিয়াছে। কলিকাতা যদি ক্রমশঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে দেশের অর্থনীতিতে এক বিরাট বিপর্যয় আসিবে। এই সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন। উপযুক্ত 'গ্রহাচার্য' যদি এই গ্রহের অনুকূল দৃষ্টি আনিতে পারেন, তবে বন্দরের তথা এই হতভাগ্য রাজ্যের মঙ্গল।

আঁধার মানিক

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

চিরকাল সমাজে ভালো মন্দ পাশাপাশি থাকে। বনানীর মধ্যে যেমন অমৃত ও বিষ ঠাঁই করে নিয়েছে, তেমনি তমো, রজঃ আর স্বত্ব গুণের মানুষ, জীবজন্তুও মিলেমিশে রয়েছে। সবাই খারাপ বা ভালো হয় না। যাদের মধ্যে তমো গুণের প্রভাব বেশী তারা নিজের ও অন্যের ভালো করে না। ঐ গুণের প্রভাব তাকে অস্থির ও নিম্নমানসিকতায় ডুবিয়ে রাখে। রজো গুণের যারা তারা অহঙ্কারী, লোক তাকে বাহবা দিক এরকম কামনা। প্রতিষ্ঠার,খ্যাতির লোভ তাকে তাড়া করে বেড়ায়। আরো অর্থ চাই, গাড়ী বাড়ি চাই। তবে সে তমো গুণের লোকেদের মতো বেসামাল নয়। রজোগুণের মানুষ আত্মহত্যা করেনা, বরং বিরোধীদের নির্মূল করে। খাদে পা ফেলে না। কিন্তু অতি গর্ব, অতি মান, প্রচুর সম্পদ তাকে শেষ মেশ বিপদেও ফেলে। আর বড়ই চতুর হলো যারা অল্পে সন্তুষ্ট। কারো দয়া বা ভালো বাসার কাঙাল নয়। দিলেও ভালো না দিলেও ভালো। যা হচ্ছে তা শ্রী ভগবানের ইচ্ছায় তাই সে কোন কিছুর দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়না। বললে, বলবে এটা আমার কর্মফল, প্রারব্ধ। সম্পদে বিপদে সে অটল। এঁরা স্বত্ব গুণী। এসবই গীতার কথা। তাই যারা ঐ গ্রন্থটি মন দিয়ে পড়েন বা বোঝবার চেষ্টা করেন, তাঁরাজীবনের অমূল্য সময় আমাদের মতো বাজে কাজে, বাজে বকে হট্ট মেলায় নিজেকে নষ্ট করেন না। তাদের মুখ মে নাম হাত মে কাম। তারা জানে নাম আর দান এযুগের উদ্ধারের পথ। এদেরকে ধর্ম, দেশ, মত, পথ কিছুই বেঁধে রাখে না। এরাই সৃষ্টি কর্তার মনের মতো। বাউলের কথায় 'সহজ মানুষ'।

রাশিয়া যে ভূল আজ করছে কালই সে শুধরে নেবে। গোটা বিশ্ব গীতাকে মেনে নিয়েছে, অন্ধ সাম্প্রদায়িক কিছু দেশ বাদে। তাই দেখা যায় সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই তিন গুণের মানুষের সু বা কু-কর্মের প্রতিফলন। তবে কেউ কেউ ভাবের ঘরে চুরিও করে। ধর্মও করে, দানও করে, আবার তমো গুণে আচ্ছন্ন হয়ে পাপাচারও করে। যেন ডাকাতিও করবো আবার জবা ফুল দিয়ে কালী পুজোও করবো। বহু যুগের অভ্যাস এত সহজ যাবে ? গড়ে সবাইকে ভালো বা মন্দ বলাটা একটা দস্তুর। আমার পার্টি আতএব সবাই ভালো। বিরোধী পার্টি ? সবাই খারাপ। অমুক জাত ? সবাই খারাপ। আমার জাত ? আহা কি ভালো !

এই সমীকরণই আজ তোষণ, জাতপাত, হানাহানি আরো ত্বরান্বিত করেছে। নেতানেত্রীরা জেনে গেছে আমাদের লেজটা কোথায়। মলে দিতে পারলেই কাজ খতম। স্বত্বগুণীদেরকে আমরা বোকা ভাবি। বহুত কামাতে পারতেন দাদা কি যে লাইফটাকে বরবাদ করে দিলেন! চলে আসুন আমাদের পথে। যাকে বলা, সে মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সে তর্ক করেনা, বোঝাবার চেষ্টাও করে না। সিমেন্টের মেঝেয় জল দিয়ে বীজ পুঁতলে যে গাছ কখনও হয় না সে জানে। এও জানে দিন একটা আসবে সেদিন সেও বুঝবে। এটা বোঝানোর দায়িত্ব তার নয়। ক্ষমা সুন্দর তার স্বভাব।

ছোট্ট গন্ডীর মধ্যে এতক্ষণের আলোচনার আলো ফেললে এখানেও ঐ পাগলা, বোকাদের দেখা মিলবে বৈকি। সমাজে আমরা দেখবো কিছু রজোগুণী যারা প্রচুর দানধ্যান করছেন। মন্দিরে মসজিদে তাঁদের প্রচুর অবদান। লরীর লরী শীতবস্ত্র, চাল ডাল, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতালের জিনিসপত্রও কিনে দিচ্ছেন, আবার কামনা বাসনার জ্বালায় এক কলসী গঙ্গাজলে এক ফোঁটা ড্রেনের জল মিশিয়ে ফেলছেন। অথবা কখনো নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে (তাতে খুব দোষের কিছু না, যদি ভেদ বুদ্ধি প্রবল না হয়) অন্য ধর্মের মানুষকে রুটি ছুড়ে দিয়ে ব্যবহার করে নিচ্ছেন। এতে তেল মাখানো বাঁশে ওঠবার অপচেষ্টায় এ জীবনটা তিনি কাটিয়ে চলেছেন। প্রচুর অর্থ, প্রচুর মৌমাছি বন্ধু, প্রচুর নারী আর ভোগবিলাস। একটু স্থির বুদ্ধির বাছবিচার শ্রীভগবান তাকে না দেওয়ায় বেচারা কিসে আনন্দ কিসে মস্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্ষেপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর । শান্ত শীতল হবেই একদিন। আবার কেও দেখুন সামান্য কারণে বাড়ি থেকে পালানো, আত্মহত্যা, (শেষ পাতায়)

ফিরে দেখা

মানিক চট্টোপাধ্যায়

ফেলে আসা পুরোনো জছরের সালতামামি নিয়ে কিছু বলছি না। কারণ মিডিয়া এখন উদারহস্ত। মিডিয়ার দাক্ষিণ্যে ফেলে আসা দিনের হিসাব বার বার মানুষের দরবারে হাজির হয়েছে। রাজনীতি-অর্থনীতি সমাজ-সংস্কৃতি কিছুই বাদ যায়নি। বার বার 'ফিরে দেখা' ক্রমশঃ যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে । তাই সে আলোচনায় ঢুকছি না। তবুও নোতুন ইংরেজী সালের লাল টকটকে সূর্য্য যেন এক নোতুন প্রভাতের সূচনা করে। মোলায়েম রোদ লাগে গায়ে। মন হয়ে য়ায় উচাটন। কিভাবে চলে যায় দিন। বছরের চাকা অবিরাম গতিতে যায় গড়িয়ে। এখন কনকনে ঠান্ডা। ভরা পোয়াতীর মত পৌষ মাসের রাত্রি। হাড়হিম করা শীত। পুরোনো ক্যালেন্ডারের বিবর্ণ পাতা। ঠিক যেন শীতের বনে খসেপড়া পাতার মত। এখন কুয়াশার চাদর জড়িয়ে ভোর । মনে হয় এই তো সেদিন শীতের ধূলোওঠা রোদ মাখা সকাল। গায়ে খদ্দরের রঙিন চাদর। শীতের সকাল থেকে বাঁচার সযত্ন প্রয়াস। কী ভাবে জীবনের অনেকটা পথ হাঁটা হয়ে গেছে। তবুও নোতুন বছরে মনে হয় কিছু করা হয়নি। অনেক কিছু দেখাও বাকি। সময় থেমে থাকে না। তাই পুরোনো বছরের সালতামামি মনকে কুঁরে কুঁরে খায়। মনের মধ্যে জাগে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি। শিরায় শিরায় তার মাতন। যুক্তি দিয়ে তার কোন হিসাব মেলে না। ফিরে দেখতে অনেক কিছু ইচ্ছে করে। মনে জাগে নোতুন কিছু করার স্বাদ। পুরোনো এবং বর্তমানের মেলবন্ধনের দর্পণে নিজেকে তুলে ধরি বার বার । মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয় স্বাগত - ২০১২ । মানুষ যেন শুভ অশুভের মধ্যে কোন আঁতাত না গড়ে। ধর্ম-বর্ণ-কর্মের উর্দ্ধে 'মানুষ' যেন 'মানুষের জন্যই হয়।

স্মরণে

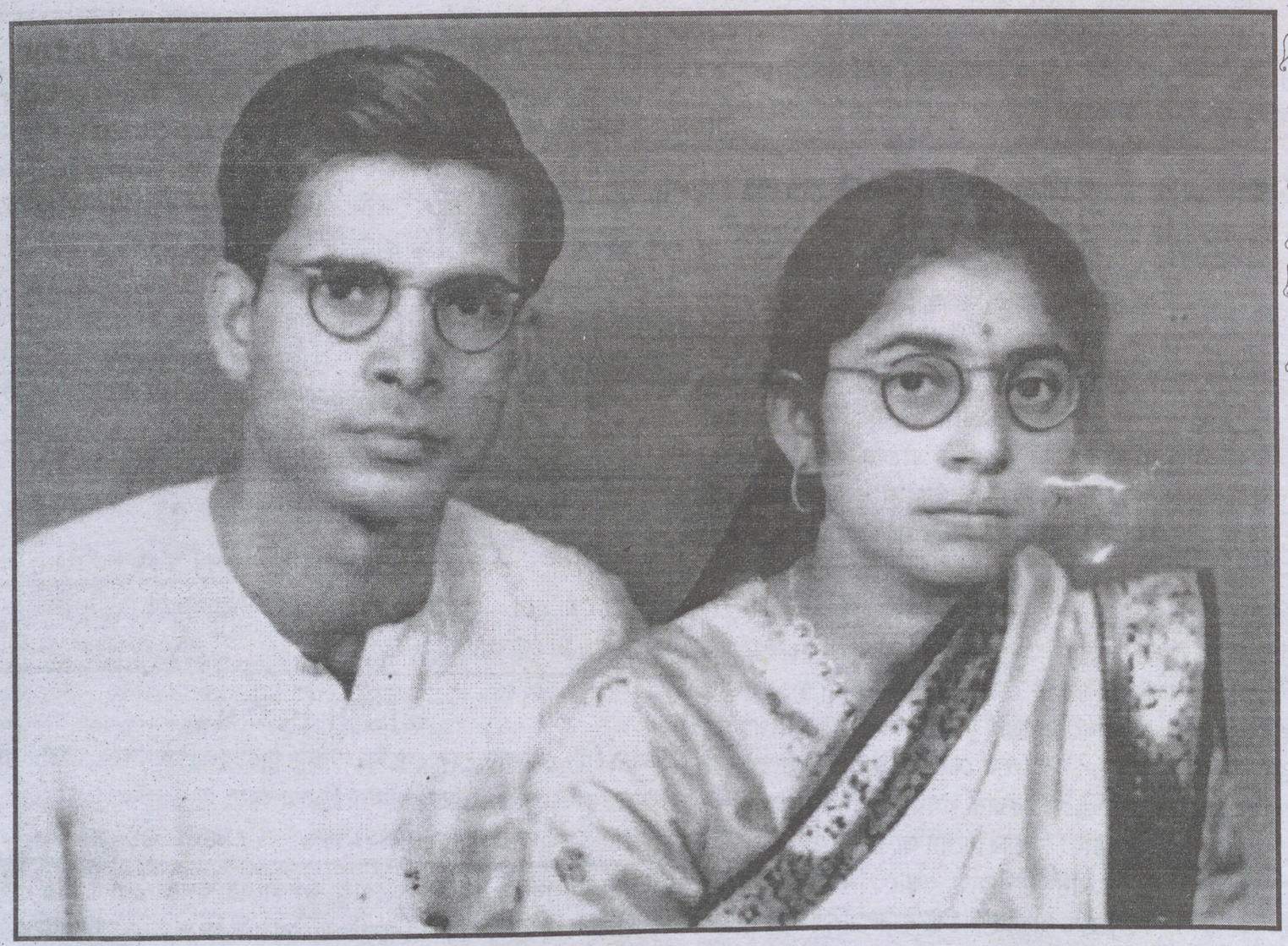

দেবীরতন নাথ

জন্ম : ২৭ /৬ / ১৯২৮

মৃত্যু : ৭ / ১ / ২০০৯

সবিতা নাথ (গীতা)

জন্ম : ২৯ / ৪ / ১৯৩৫

মৃত্যু : ৩০ / ৯ / ১৯৯৭

তোমাদের চরণ-পানে
নয়ন করি নত

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার-র

পরিবার ও কর্মীবৃন্দ

হরিদাসনগর কোর্ট মোড় ❖ রঘুনাথগঞ্জ ❖ মুর্শিদাবাদ

ফোন-২৬৬৩৪৫(০৩৪৮৩)

মো-৯৪৭৫১৯৫৯৬০ / ৯৪৭৫৯৪৮৬৮৬

আঁধার মানিক

(২য় পাতার পর)

খুন খারাপী, জেল জরিমানা, নিত্যদিন ঝগড়া ঝামেলা, ঝড়ের, মতো বাইক চালানো, বাড়িতে বাইরে কোথাও শান্তি নাই। কি যে করবে তাল পায়না। তালকানা। নিজেও মরে অন্যকেও মারে। যেখানে, যে পাড়ায়, যে বাড়িতে থাকে নিজেও জ্বলে অপরকেও জ্বালায়। আবার দেখবো স্বর্গের ফেরিস্তার মতো কেউ বা নীরবে মানব সেবা করে চলেছেন অন্তরের তাগিদে। তার দলও নাই, ভোটও নাই, দাদা পোষার দরকারও নাই। নিরাপত্তার অভাবও নাই। রাজার রাজত্বে সে নিজেই রাজা । হাতি যখন গহন বনে সার ধরে যায় তখন বাঘ সিংহ পথ ছেড়ে দেয়। নিজের আনন্দে এইসব মানুষ কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে যায় পিতার ভবনে। এরাই আসল মস্তান। এখানেও আছেন তাঁরা। নাম করলে হয়তো বিরক্ত হবেন, লজ্জা পাবেন, কেউ বা হিংসা করবে। কিন্তু আজকের জঙ্গিপুরে যে জঘন্য পরিস্থিতি তাতে অনেকে ভাবছেন শুধু নাম করা নয় এদের বেশ ঘটা করে পুরস্কৃত করলে কেমন হয় ? নবগঠিত " নাগরিক মঞ্চ " নানা স্বপ্ন দেখে । এটাও তাঁদের ভাবনা ও আলোচনার বিষয়ে আছে । হাসপাতালের ঐ নরকের মধ্যেও বড় মাপের ২/৪ জনকে দেখা যায়। অনেকদিন ধরে দেখছি ই.এন.টি ডাক্তার বিধান মাহান্তিকে। দেখছি ডাঃ মোজাম্মেল হককে। দেখেছি সার্জেন রঞ্জিৎ ভট্টাচার্যকে। এঁদের কিন্তু রোগীর সঙ্গে ঝগড়া হয় না। তাঁদের কোন নিরাপত্তারও দরকার নেই। দালাল বা দল কিছুই লাগে না তাদের। প্রেসক্রিপশানের নামে রচনাও লেখেন না। লোভকে জয় করা যারতার কম্মো নয়। অল্প দিনে জঙ্গিপুরের মানুষের হৃদয় জয় করে চলে গেলেন ডাঃ অরিজিৎ সিনহা। এরকম আরো কত হৃদয়বান ডাক্তার এখানকার দক্ষ শয়তানদের নিশানায় পড়ে পালিয়ে গেছেন। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী বিভিন্ন অফিসে কাজ করছেন, যারা মানুষকে মুরগী মনে করেন না। ঘুষ, চা,পান জীবনে খান নি। অজিত ঠাকুর, যিনি অনেকদিন অবসর নিয়েছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তাঁর সতকর্তা তর্কের উর্দ্ধে। ইন্দু গোঁসাইকে আমরা দেখেছি সৎ, নির্ভিক। একটু মেজাজী। আমার সঙ্গে একদিন ঝগড়াও হয়েছিলো। তারপর আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। এস.ডি.ও.কেও খাতির করতেন না। সাগরদিঘীর এক সময়ের বড়বাবু শিবশঙ্কর মন্ডল। ঐ থানায় পোস্টিং নিতে আজকাল নাকি ১৫/২০ লক্ষ ভেট লাগে। তখনও বাজার ভালোই ছিল। চাঁচলে আসামী ধরে ফেরার সময় দুর্ঘটনায় মারা যান শিবশঙ্করবাবু। আমাকে ২ হাজার টাকা বোনের বিয়ের জন্যে ধার চেয়েছিলেন। ভাবতেও চোখে জল আসে। যে মানুষটা বাঁহাত বাড়ালে নিত্যদিন ২ লক্ষ পেতে পারতেন, অথচ তিনি কিনা হাত পাতছেন। মিউনিসিপ্যালিটির হেডক্লার্ক ছিলেন নাবাঁচা হালদার। এখানকার মানুষ তাঁকে ভুলতে পারবে না। এরা ছড়িয়ে আছেন আদালতে,অফিসে,ব্যবসায়ে,স্কুলে। এ.বি.টি.এর জেলা সম্পাদক ছিলেন মির্জাপুর স্কুলের শিক্ষক জগদিন্দু সান্যাল। চেহারায় বা কথায় যেন আলাদা অন্যের থেকে। একটা টেবিল ফ্যান কিনবেন, তাঁর গ্যারেন্টার হতে হয়েছিল। ধারে যে! এখন যারা কাউন্সিল বা বোর্ডের সদস্য হয়ে দিন কা বাদশা তারা বিশ্বাস করবেন ? এসব আজ কাহিনী। কর্মরত কয়েকজনের নাম করে লজ্জা দিতেই হচ্ছে। আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বন্ধু ও একদা সহপাঠী ক্ষ্যামানন্দ মন্ডলের নাম। ভূমি রাজস্ব দপ্তরের যে জায়গায় গিয়ে সে অবসর নিয়েছে, তাতে বিশাল অবস্থা করে নিতে পারতো বাম হাতের খেলায়। নেয়নি। রুচিতে বেধেছে। বলা যেতে পারে ডাঃ দীপঙ্কর সান্যালের কথা। হাসপাতালের সেই শয়তানরা যাকে চলে যেতে বাধ্য করেছে জঙ্গিপুর থেকে। ক্ষোভে অভিমানে ডাঃ সান্যালের স্ত্রীও জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপনার কাজ থেকে ইস্তফা দেন। জঙ্গিপুর আদালতের বিজন রায় ও অশোক কর্মকারের কথাও শোনা যায়। যাঁরা সৎপথের পথিক। আমরা অনেকেই জানিনা এস.ডি.ও অফিসের 'ধারাবাহিক ডাকাতি' বন্ধে লড়াই চালিয়ে গেলেন মুকুল দাস, উত্তম রায়ের মতো দু চারজন। উর্দ্ধতন মহল সেটা জানেন বলেই অবসরের পরও তাদের ডাক পড়ে। রঘুনাথগঞ্জ হেড পোস্ট অফিসে যে কোন মুস্কিল আসানে একজনেরই নাম উঠে আসে – গোপাল সাহা। একজন কর্মীও তার গায়ে কালি ছেটাতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কিছু উকিল বাবু আজো রাত্রি ১২/১ টার আগে ঘুমোতে যান না। থানায় যান না। ন্যায্য ফিজ ও খরচ নিয়ে মক্কেলের কাজ করেন। অনেক ব্যবসায়ী আছেন যারা আজও তস্য গরীব। বহু সুযোগ এসেছিল, অসাধু পথে পয়সা করেননি বলে ছেলেমেয়েদের কাছে গঞ্জনা খান। মনে পড়ে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের সহপাঠী এখানকার সদ্য প্রয়াত উৎপল রায়ের নাম। কোটি টাকা করতে পারতো। কাস্টমসের এস.পি. হয়ে অবসর - ভাবা যায় ? এ লোভ সংবরণ গুরুকৃপা ছাড়া হয় না। এদের সবাইকে প্রণাম করি যদি পুণ্যের কিছু ভাগ পাই। নিকষ আঁধারে এরাই যে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মশালের আলো।

কলাবাগান পতিতালয়ে বার বার অগ্নিকান্ডে

(১ম পাতার পর)

কারা আগুন লাগাচ্ছে সে ব্যাপারে পুলিশের মধ্যে কোনও হেলদোল নাই। কেউ ধরাও পড়ে না। কোটি কোটি টাকার পাট ঐ এলাকায় গুদামজাত হয়ে থাকে। ব্যাবসায়ীরা এ ব্যাপারে রীতিমতো উদ্বিগ্ন।

১ জানুয়ারী সুভাষ দ্বীপে মানুষের ঢল

(১ম পাতার পর)

বনভোজনে মেতে ওঠেন। বিশেষ তৎপরতা থাকায় কোন রকম অঘটন ঘটেনি। গত বছর কিছু মদ্যপ যুবকের বেলেল্লাপনায় ওখানে র‍্যাফ নামাতে হয়। পুরপতি আরো জানান, ঐ দিন সুভাষ দ্বীপে ঢুকতে টিকিট বিক্রী হয় প্রায় ৪৩ হাজার টাকার। সুভাষ দ্বীপের জন্মলগ্ন থেকে এটাই সর্বোচ্চ টিকিট বিক্রী বলে পুরপতি দাবী করেন।

১৯১১-র ফেলে আসা কিছু ঘটনা

(১ম পাতার পর)

* ভূমিকম্পে জঙ্গিপুরের জল ট্যাঙ্কিতে ফাটল। * শহরের বুকে পরিচারিকা শম্পার মৃত্যু রহস্য এখনও ঘোলাটে। * সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্ট চত্বর থেকে লক্ষাধিক টাকার মাছ পাচার। * রেশনকার্ড নিয়ে কাজিয়া, কংগ্রেস ও তৃণমূলের ২ জন হাসপাতালে। * দিদির ৩৫ লক্ষ টাকা লোপাটের অভিযোগে জঙ্গিপুর হাই স্কুলের শিক্ষিকা গ্রেপ্তার। * সুভাষ দ্বীপের উন্নয়নে এক কোটি টাকা মঞ্জুর। * পরিষেবায় অসহযোগিতা – অনেক পুরোনো গ্রাহক ষ্টেট ব্যাঙ্কের বাইরে। * প্রশাসনিক শিথিতলায় রঘুনাথগঞ্জ শহর এলাকায় কোন ধরনের শৃংখলা নেই। * প্রতিবন্ধী প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষিকার চাকরী গেল। * জঙ্গিপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের কভার তারে হুকিং এর গল্প মানুষকে কতটা প্রভাবিত করবে ?

বাড়ী ভাড়া

গোডাউন রোডে পীচ রাস্তার উপর দোতলায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাসযোগ্য বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ – মোঃ-৯৪৩৪২৩৯৬৫৫
সকাল ১০ টা থেকে রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত।

জায়গা বিক্রয়

শ্রীকান্তবাটী মৌজায় রেল গেটের পশ্চিম পাড়ের দক্ষিণ দিকে রাস্তার ধারে গোডাউন সমেত ১৪ শতক জায়গা বিক্রয় আছে।
যোগাযোগ নং – ৮৯২৬১৮৬২৬৭ / ৯৪৩৪১৪৮২৪৫

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।